যায়যায়দিন

তারিখ 2 JUN 2010
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৪

JAIJAIDIN
■ Dhaka ■ Wednesday ■ 2 June 2010

অসাম্প্রদায়িক নতুন শিক্ষানীতি

বাস্তবায়নে যেন সময়ক্ষেপণ না হয়

দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর অবশেষে বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় যুক্ত হচ্ছে একটি অসাম্প্রদায়িক জাতীয় শিক্ষানীতি। গত সোমবার মন্ত্রিসভার বৈঠকে এ শিক্ষানীতির অনুমোদন দেয়া হয়, যা বাস্তবায়ন শুরু হবে ২০১১ সাল থেকে। শিক্ষামন্ত্রী এবং বিশেষ করে প্রধানমন্ত্রীকে আমরা অভিনন্দন জানাই একটি কাঙ্ক্ষিত শিক্ষানীতি উপহার দিয়ে প্রগতির পথে জাতি এগিয়ে যাওয়ার পথ উন্মুক্ত করে দেয়ার জন্য।

প্রতিযোগিতাপূর্ণ এ বিশ্বে আমাদের প্রয়োজন যুগোপযোগী একটি আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থা, যা দেশের নতুন প্রজন্মকে দক্ষ ও যোগ্য হিসেবে গড়ে তুলবে এবং তাদের মাঝে তৈরি করবে নৈতিক মূল্যবোধ। আশার বিষয়, নতুন জাতীয় শিক্ষানীতিতে তার সমন্বয় ঘটানো হয়েছে। যার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যে বলা হয়েছে, শিক্ষা হবে মুক্তিযুদ্ধের চেতনার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ ও নৈতিকতাভিত্তিক। যেখানে জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সবার শিক্ষার সমান অধিকার থাকবে এবং দেয়া হবে সমান সুযোগ। ড. কুদরাত-এ-খুদা শিক্ষা কমিশনকে ভিত্তি ধরেই বর্তমান শিক্ষানীতি ঘোষণা করা হয়েছে।

শিক্ষানীতিতে পাঁচ বছর বয়সী শিশুদের জন্য বছরমেয়াদি প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা এবং অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা রাখা হয়েছে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত। এ ক্ষেত্রে মাধ্যমিক শিক্ষাস্তর হবে নবম থেকে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত। দশম শ্রেণী শেষে সমাপনী পরীক্ষা সবার অভিন্ন প্রশ্নপত্রের মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হবে। প্রাথমিক শিক্ষা সার্বজনীন বলে এ ক্ষেত্রে বিশেষ জোর দেয়া হয়েছে। বর্তমানে দেশে প্রাথমিক স্তরে ভর্তির হার প্রায় ৮০ শতাংশ। কিন্তু প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করার আগেই এর বেশিরভাগ ঝরে পড়ছে। তাদের ধরে রাখাই হবে শিক্ষানীতির একটি বড় চ্যালেঞ্জ।

সব মাধ্যমের শিক্ষার্থীর জন্যই বাংলা, ইংরেজি, গণিত, বাংলাদেশ স্টাডিজ, জলবায়ু পরিবর্তনের ধারণাসহ প্রাকৃতিক পরিবেশ পরিচিতি এবং তথ্যপ্রযুক্তি ও বিজ্ঞান বাধ্যতামূলক রাখা হয়েছে। এর পাশাপাশি মাদ্রাসা শিক্ষাকে যুগোপযোগী করার জন্য আমূল পরিবর্তন আনা হবে। এতে মাদ্রাসা ছাত্রদের শঙ্কিত হওয়ার কারণ নেই বরং এ শিক্ষানীতি বাস্তবায়িত হলে মাদ্রাসা ছাত্ররা ধর্মীয় শিক্ষা অর্জন করেও মূল স্রোতধারায় থেকে নিজেদের যোগ্য হিসেবে গড়ে তুলে দেশ ও সমাজের কল্যাণে আরো বেশি কাজে লাগতে পারবে।

নতুন এ শিক্ষানীতি যাতে যথার্থ হয় এজন্য শিক্ষামন্ত্রীকে কিছু পরামর্শ দিয়েছিলেন দেশের শিক্ষাবিদরা। শিক্ষানীতিতে এ পরামর্শগুলো অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে নেয়া হয়েছে। এতে শিক্ষার মান বাড়াতে মেধাবী শিক্ষার্থীদের শিক্ষকতায় আগ্রহী করার পরিকল্পনা রয়েছে। সে হিসেবে শিক্ষকদের মর্যাদা ও সুযোগ-সুবিধা বাড়ানোর বিষয়টি দ্রুত বাস্তবায়ন জরুরি। দেশে শিক্ষার মান না বাড়ার অন্যতম কারণ শিক্ষকদের মান না বাড়া। এ পেশায় এখন মেধাবীরা আসতে চাচ্ছে না আয় কম বলে। তাই মেধাবী ছাত্ররা যাতে শিক্ষকতায় ব্যাপক পরিমাণে আসে এজন্য সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে শিক্ষকদের বেতন ও সুযোগ-সুবিধা অবশ্যই বাড়াতে হবে। এর পাশাপাশি শিক্ষকদের নিয়মিত প্রশিক্ষণেরও ব্যবস্থা করতে হবে।

বাংলাদেশের একটি বড় সমস্যা হচ্ছে, এ দেশে শিক্ষার হার অন্য দেশগুলোর তুলনায় অনেক কম। শিক্ষার হার কম হওয়ায় দেশের মানুষ দারিদ্র্যমুক্ত হতে পারছে না, পারছে না ব্যর্থতার শৃঙ্খল ভেঙে সাফল্যের পথে এগিয়ে যেতে। আর শিক্ষা খাত এগোতে না পারার সবচেয়ে বড় কারণ ছিল কার্যকর কোনো গাইডলাইন বা গণমুখী শিক্ষানীতি না থাকা। আমাদের প্রত্যাশা নতুন এ শিক্ষানীতি যথাযথভাবে বাস্তবায়িত হবে। এ ব্যাপারে দলমত নির্বিশেষে সবাই সরকারের সহায়তায় এগিয়ে আসবে।

শিক্ষা খাত এগোতে না পারার সবচেয়ে বড় কারণ ছিল কার্যকর কোনো গাইডলাইন বা গণমুখী শিক্ষানীতি না থাকা। আমাদের প্রত্যাশা নতুন এ শিক্ষানীতি যথাযথভাবে বাস্তবায়িত হবে। এ ব্যাপারে দলমত নির্বিশেষে সবাই সরকারের সহায়তায় এগিয়ে আসবে।